ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচির স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদ: ২ দিন

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি সহায়তা

বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার-বিডিপিসি

আর্থিক সহায়তা

ইউএন উইমেন

ভূমিকা

ভৌগলিক অবস্থান ও উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারনে বাংলাদেশ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি প্রবণ দেশ। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ ভাগ মানুষ বসবাস করে। উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রধান দুর্যোগ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারনে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আঘাত করার সংখ্যা ও তীব্রতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে উপকূলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকির মাত্রা।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। এক রাতে এতো মানুষের প্রাণহানির ঘটনার নজির পৃথিবীতে নেই বললেই চলে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা হয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি- সিপিপি। সেদিন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ঘূণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচি পৃথিবীর আজ সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সিপিপি এর ৫৬ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি হ্রাসে ও জরুরী পরিস্থিতে সাড়া প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সিপিপি বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অহংকার।

নানা কারনেই নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি পুরুষের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, দুর্যোগে যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা বেশি। নারীর দুর্যোগ ঝুঁকির অন্যতম কারন হচ্ছে- পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীর অধিকার ও অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। সাধারনত পরিবারে নারীরাই দুর্যোগ প্রস্তুতির কাজগুলো করে থাকে। দুর্যোগকালীন সময়েও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য ও সুপেয় নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা এবং পরিবারের বয়স্ক ও শিশুদের পরিচর্যার কাজও নারীরাই করে থাকে। অথচ রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী সমঅধিকার থাকা সত্বেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহন ও নিরাপত্তার বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় না। এর অন্যতম প্রধান কারন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন অনুশীলনকারীদের গতানুগতিক মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা।

উপকূলীয় অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি হ্রাসে এবং দুর্যোগ জরুরি সাড়া প্রদানে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সে কারনেই, জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে এই মডিউলটি প্রণয়ন করা হযেছে।'কাউকে পিছনে ফেলে নয়' বৈশ্বিক এই নীতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একীভূত দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এই মডিউলটি সরকারের সে অঙ্গীকার পূরনেরই উজ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়

প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১-৬

অধিবেশন- ১ : জেন্ডার ধারণা ও নারী-পুরুষের প্রত্যাহিক ও দুর্যোগকালীন জীবন ৭-১৬

অধিবেশন- ২ : দুর্যোগ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ১৭-২১

অধিবেশন- ৩ : দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি - সিপিপি এর ভূমিকা ২২-২৫

অধিবেশন- ৪ : জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ ২৬-২৮

অধিবেশন- ৫ : জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ২৯-৩০

প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম ৩১-৩৩

মডিউল পরিচিতি

মডিউল ব্যবহারকারী

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/সহায়কগণ হবেন এই মডিউলের ব্যবহারকারী

অংশগ্রহণকারী

এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণ হবেন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকগণ

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

অংশগ্রহণকারীদের ধরণ, প্রশিক্ষণের সময়কাল, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে।

পদ্ধতিসমূহ

- মস্তিষ্ক ঝড়
- বক্তৃতা আলোচনা
- প্রদর্শণ
- উন্মুক্ত আলোচনা
- ছোট দলে আলোচনা
- ভূমিকা অভিনয়
- বাজ দলে আলোচনা
- ঘটনা বিশে-ষন
- অনুশীলন

প্রশিক্ষণ উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড, বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, হ্যান্ডআউট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্লাইড, ল্যাপটপ, ভিপকার্ড

মূল্যায়ন পদ্ধতি

- মৌখিক প্রশ্ন উত্তর
- মুড মিটার
- পর্যবেক্ষণ
- ফলাফল বিশ্লেষণ

সহায়কের জন্য বিবেচ্যবিষয়সমূহ-

প্রশিক্ষণের আগে

- অংশগ্রহণকারীদের প্রোফাইল সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশিক্ষণ উপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্ধারণ করা।
- সম্ভব হলে প্রশিক্ষণ শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাচ্ছন্দময় পরিবেশ, সম্ভব হলে ইউ (**U**) আকারে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও মেয়েদের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের সামগ্রী যেমন- ফাইল, সাদা কাগজ, নাম কার্ড, কলম, পোস্টার কাগজ, মার্কার, বোর্ড, স্টেপলার, পাঞ্চিং মেশিন, ডাস্টার, স্কচ টেপ, মাস্কিং টেপ, ক্লিপ, পিন, ওএইচপি, ফটো কপিয়ার, ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা এবং প্রদর্শন যোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ।
- অংশগ্রণকারীদের দৈনিক উপস্থিত স্বাক্ষরের জন্য ফরম তৈরী করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের নেমকার্ড প্রস্তুত করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী যা তারা প্রশিক্ষণে ব্যবহার করবে সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখা।
- সহায়ক নির্বাচন–অর্থাৎ কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সাথে যোগাযোগ ও পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য মডিউল সরবরাহ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে মডিউলে অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্যাদি ভালভাবে পড়ে দেখা এবং প্রশিক্ষণের কোর্স সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ করা, প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন করা।

প্রশিক্ষণ চলার সময়

- প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক একজন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র, বিষয়টি স্মরণে রাখা।
- প্রতিদিন অধিবেশন শুর“র আগে অন্তত ১৫ মিনিট আগে প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত হওয়া।
- যথাসময়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষে আসন গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিবেশন শুর“ ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশলাদি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, হ্যান্ডআউট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেয়া বা হাতের কাছে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা ও পরামর্শকে স্বাগত জানানো।
- অংশগ্রহণকারীদের যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আছে তা জানার চেষ্টা করা, তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া।
- নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
- আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
- দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা ও তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা।
- অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় মডিউল/ম্যানুয়াল বা হ্যান্ডআউট পড়া থেকে বিরত থাকা। এতে সহায়কের দক্ষতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে।
- অধিবেশন পরিচালার সময় দেশীয় বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় লক্ষণসমূহ, দুর্যোগ, ঝুঁকি, ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়া।
- উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা।

- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা/ঘটনা দৃষ্টান্ড় হিসেবে তুলে ধরা।
- অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার দিকে যাবার প্রবণতা রোধ করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো পূণঃআলোচনা করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করা । যেমন– দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসওএর স্থানীয় কৌশল/অভিজ্ঞতাসমূহ কী, দুর্যোগ মোকাবেলায় কোন কোন সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, কোন কোন সংস্থাকে আরো সক্রিয় করা সম্ভব ইত্যাদি। এ থেকে অনেক নতুন তথ্য বের হয়ে আসতে পারে।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্পূরক হ্যান্ডআউট বিতরণ করা।

প্রশিক্ষণের পরে

- প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অধিবেশন তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারী এবং সংশিণ্টষ্টদের কাছে প্ররণ করা।
- নিয়মিত ব্যবধানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ কার্যক্রম ফলোআপ করা।
- ব্যক্তি ও সংস্থা উভয় দিক থেকেই মতামত (feed back) নেয়া।

মডিউল ব্যবহারে করণীয়

- প্রথমেই মডিউলটির সূচিপত্র দেখে নিন।
- পুরো মডিউলটি একবার ভালভাবে পড়ে নিন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এরপর মডিউলের প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নিন।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি/গুলো উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে, প্রাণবন্ত হবে সে বিষয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিন।

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম

অধিবেশন : প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- নিবন্ধন
- প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও পরিচিতি
- প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা
- প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী

অধিবেশন ১ : জেন্ডার ধারনা ও নারী-পুরুষের প্রত্যাহিক ও দুর্যোগকালীন জীবন

১.১ জেন্ডার ধারনার বিশ্লেষন
১.২ নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়াড, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব
১.৩ নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন ও প্রভাব
১.৪ দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার প্রেক্ষিতে ধারণা
১.৫ জেন্ডার প্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ

অধিবেশন ২ : দুর্যোগ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

২.১ নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগকালীল ও পরবর্তীকালীন ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা
২.২ নারী বান্ধব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার রেসপন্সিভ ও রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
২.৩ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা

অধিবেশন- ৩: দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি - সিপিপি এর ভূমিকা

৩.১ দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে সিপিপি কার্যক্রম সমূহ
৩.২ জেন্ডার রেসপন্সিভ ভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর সীমাবদ্ধতা ও অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ
৩.৩ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা ও অন্তরায় সমূহ উত্তরনে সরকার ও সংগঠন কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ সমূহ

অধিবেশন ৪: জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ

৪.১ দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম নির্ধারণ
৪.২ কার্যক্রম প্রদর্শন ও অনুশীলন
৪.৩ প্রশিক্ষন থেকে গৃহিত শিখন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সাম্ভব্য পরিকল্পনা প্রনয়ন

অধিবেশন ৫: জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

৫.১ সিপিপির কার্যক্রম নির্ধারণ
৫.২ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

অধিবেশন : প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম

কোর্স পর্যালোচনা, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপণী

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচির স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক প্রশিক্ষন

মেয়াদকাল ২দিন

প্রশিক্ষন সূচি

প্রথম দিবস

সময়	অধিবেশন শিরোনাম	বিষয়বস্তু
০৯.০০	**প্রাক-প্রশিক্ষন কার্যক্রম**	নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, জড়তা মোচন ও পরিচিতি প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী।
১০.০০	**জেন্ডার ধারনা ও নারী-পুরুষের প্রত্যাহিক ও দুর্যোগকালীন জীবন**	১.১ জেন্ডার ধারনার বিশ্লেষন ১.২ নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ১.৩ নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন ও প্রভাব ১.৪ দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ১.৫ ধারণা জেন্ডার প্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ
১১.০০	চা বিরতি	
১১:১৫	**পূর্বে অধিবেশন চলমান**	• পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয়
১২:১৫	**জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স**	• নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগকালীল ও পরবর্তীকালীন ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা • নারী বান্ধব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার রেসপন্সিভ ও রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা • জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা
১.৩০	ম্যধাহ্ন বিরতি	
২.৩০	**দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি - সিপিপি এর ভূমিকা**	• দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে সিপিপি কার্যক্রমসমূহ • জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর সীমাবদ্ধতা ও অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ • জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা ও অন্তরায় সমূহ উত্তরনে সরকার ও সংগঠন কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ সমূহ
০৩:৩০	চা বিরতি	
০৩:৪৫	**পূর্ববর্তী অধিবেশন চলমান**	• পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয়
০৪:৪৫	**দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা**	• দিনের শিখন
০৫:০০	প্রথম দিবস প্রশিক্ষনের সমাপ্তি।	

দ্বিতীয় দিবস

সময়	অধিবেশন শিরোনাম	বিষয়বস্তু
০৯.০০	**প্রথম দিবসের শিখন পর্যালোচনা**	
০৯.৩০	**জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ**	• দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম নির্ধারণ • কার্যক্রম প্রদর্শন ও অনুশীলন • প্রশিক্ষন থেকে গৃহিত শিখন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সাম্ভব্য পরিকল্পনা প্রনয়ন
১১:০০	**চা বিরতি**	
১১:৩০	**পূর্ববর্তী অধিবেশন চলমান**	পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয়
দুপুর ১.৩০	**ম্যধাহ্ন বিরতি**	
২:৩০	**জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন**	সিপিপি এর কার্যক্রম নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ।
৩:৩০	**প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম ও কোর্সের সমাপ্তি।**	কোর্স পর্যালোচনা, শিখন যাচাই, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন এবং সমাপণী।

প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

উদ্দেশ্য: এর মাধ্যমে

- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বলতে পারবে;
- প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি প্রত্যাশা করে তা বলতে পারবে;
- প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ব ধারণা নিরূপণ সম্ভব হবে;
- প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী তৈরি করতে পারবে;
- জড়তামুক্ত প্রশিক্ষণ পরিবেশ তৈরি হবে।

মোট সময় : ৬০ মিনিট

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	২০ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা, সৃজনশীল খেলা	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার
২	জড়তা বিমোচন, পরিচয় পর্ব, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণ নীতিমালা	৩৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা, সৃজনশীল খেলা	সৃজনশীল খেলার গাইড লাইন ও প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী
৩	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পরিচালনা প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১: উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য **২০ মিনিট**

- প্রথমেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অংশগ্রহণকারীদের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানান;
- স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করুন;
- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/লিখিত পোস্টার পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করুন;

ধাপ- ২: জড়তা বিমোচন, পরিচয় পর্ব, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণ নীতিমালা **৩৫ মিনিট**

- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী "সৃজনশীল খেলার" গাইডলাইন অনুসরণ করে অংশগ্রহণকারীদের ০৩টি দলে বিভক্ত করুন;
- গঠিত দল ০৩ টিকে পৃথকভাবে যথাক্রমে প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণের সফল বাস্তবায়নে করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণের জন্য দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দিন;
- দলীয় কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিন;
- দলীয় কাজ শেষে প্রতিটি দলের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান এবং একে একে পরিচয় দিতে বলুন;
- দলীয় কাজের ফলাফল উপস্থাপনের জন্য প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে অনুরোধ করুন

- দলীয় কাজ শেষে অন্য দলের সদস্যদের মতামত প্রদান ও প্রয়োজেনে অতিরিক্ত পয়েন্ট যুক্ত করতে বলুন;
- প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, নিয়মাবলী সুনির্দিষ্ট করুন;
- নিয়মাবলী লেখা শেষে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় প্রত্যাশা ও নিয়মাবলী লিখিত পোস্টার প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে দিন।
- সহায়ক তথ্যের সাথে যুক্ত প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই এর নির্দেশনা অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই করুন।

ধাপ- ৩: শিখন যাচাই **৫ মিনিট**

- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে অধিবেশনের শিখনসমূহ যাচাই করুন;
- প্রশিক্ষণ শুরু ও শেষ করার সময় বলে দিন;
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন-১
প্রাক-প্রশিক্ষন কার্যক্রম

সহায়ক তথ্য-১

সহায়ক তথ্য ১.১: প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি- সিপিপি এর স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বাড়ানো।

সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি

- দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা;
- দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ;
- নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষন;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে ধারণা ও গুরুত্ব ;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নে সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরন;
- দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে সিপিপি কার্যক্রম সমূহ নির্ধারন;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ ভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর সীমাবদ্ধতা ও অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ নির্ধারন;
- দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম নির্ধারন, কার্যক্রম প্রদর্শন ও অনুশীলন;
- সিপিপির কার্যক্রম নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

সহায়ক তথ্য ১.২:সৃজনশীল খেলার গাইড লাইন

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষের মাঝখানে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে অনুরোধ করুন এবং খেলার নিয়মাবলী পরিষ্কার করে অবগত করুন;
- খেলার প্রথম ধাপ অনুযায়ী নিম্নে লিখিত ঘূর্ণিঝড় স্থানীয় হুশিয়ারী সংকেত প্রচার করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের স্বাভাবিকভাবে কক্ষের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে অনুরোধ করুন;

উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আরও উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এর প্রভাবে সাগর উত্তাল রয়েছে। দেশের সকল সমুদ্র বন্দরকে ৪নং স্থানীয় সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার ট্রলারকে অতি সত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

- খেলার দ্বিতীয় ধাপ অনুযায়ী নিম্নে লিখিত ঘূর্ণিঝড় বিপদ সংকেত প্রচার করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের আগের চেয়ে অধিক দ্রুততার সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষে হাঁটাহাঁটি করতে অনুরোধ করুন;

উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে।দেশের সকল সমুদ্রবন্দরকে ৭নং বিপদ সংকেত দেখিয়ে দিতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিচুঅঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৫-৭ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বসে প্লাবিত হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

- খেলার তৃতীয় ও শেষ ধাপে নিম্নে লিখিত ঘূর্ণিঝড় মহাবিপদ সংকেত প্রচার করুন প্রচার করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের কক্ষের মধ্যে চিহ্নিত ০৩টি স্থান ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র বিবেচনা করে অংশগ্রহণকারীদের ০৩ দলে বিভক্ত হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়নেয়ার জন্য অনুরোধ করুন;
- দলে বিভক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত শর্তসমূহ মেনে চলতে বলুন-
- প্রতিটি দলের সদস্য সংখ্যা হবে সমান বা প্রায় সমান;
- প্রতিটি দলে পুরুষ ও নারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হবে নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের অনুপাত অনুযায়ী;

উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আরও ঘণীভূত হয়ে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিনত হয়েছে। মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে১০ (দশ) নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ন এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী

- অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;
- আলোচনা ও দলীয় কাজে মতামত প্রকাশ করা;
- নীরব অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় করা;
- সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবাই শিখব এমন মনোভাব তৈরি করা;
- একে একে কথা বলা;
- অন্যকে বলার সুযোগ করে দেয়া;
- বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা;
- না বুঝলে প্রশ্ন করা;
- প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা;
- সময়মত উপস্থিত হওয়া;
- মোবাইল ফোন নিরব রাখা;
- সব অংশগ্রহণকারীকে সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করা;

প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই পত্র

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ
অংশগ্রহণকারী : ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচির স্বেচ্ছাসেবকদের

পূর্ণমান-১০০

ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন	সঠিক	সঠিক নয়	জানিনা
১	জেন্ডার হলো নারী ও পুরুষের সমতা			
২	সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তনযোগ্য নয়			
৩	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা			
৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা নিজ গৃহের মধ্যেই সিমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন			
৫	প্রচার ও উদ্ধার অভিযানে নারীদের চাইতে পুরুষ সদস্যদের ভূমিকা বেশী কার্যকর			
৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী নিজেই অন্তরায়			
৭	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বাস্তবভিত্তিক নয়			
৮	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি দায়িত্ব হলো নারীদের সুরক্ষার জন্য পরামর্শ দেয়া			
৯	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণের চাইতে তাদের সুরক্ষা করা বেশী জরুরি			
১০	দুর্যোগে বর্তমান প্রদেয় ত্রাণ সামগ্রীর বাহিরে নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়			

সহায়কের জন্য নির্দেশনা

- উপরোক্ত প্রশ্নপত্রের অনুরূপ একটি প্রশ্নপত্র পূর্বেই পোস্টার পেপারে তৈরি করে রাখুন। অধিবেশনে এই পর্বটি পরিচালনার সময় হলে পোস্টারটি বোর্ডে টানিয়ে দিন। একটি একটি করে প্রশ্ন উপস্থাপন করুন। বিষয়টি যারা সঠিক মনে করেন তাদের সংখ্যা হিসেব করে 'সঠিক লেখা' কলামে বসিয়ে দিন, আর যারা সঠিক মনে করেন না তাদের সংখ্যা এবং যারা জানেনা তাদের সংখ্যাটিও হিসেব করে নির্ধারিত কলামে বসান। একই প্রক্রিয়ায় সবগুলো বিষয়েই অংশগহণকারীদের মতামতভিত্তক সংখ্যা লিখুন।

অধিবেশন-১

জেন্ডার ধারণা ও নারী-পুরুষের প্রত্যাহিক ও দুর্যোগকালীন জীবন

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে ও বলতে পারবেন

১.১ জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষন
১.২ নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব
১.৩ নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন ও প্রভাব
১.৪ দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার প্রেক্ষিতে ধারণা
১.৫ জেন্ডার প্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ

সময় : ২ ঘন্টা

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষণ	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	জেন্ডার সংজ্ঞা লিখিত স্লাইড, বোর্ড, মার্কার	৩০ মিনিট
নারী-পুরষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব	মুক্ত আলোচনা, কাঠামোগত আলোচনা	নারী-পুরষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শিট, মার্কার	৩০ মিনিট
নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও নির্যাতন ও প্রভাব	ঘটনা বিশ্লেষণ	নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিষয়ক ঘটনা	১৫ মিনিট
দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার প্রেক্ষিতে ধারণা	প্রশ্ন উত্তর ও আলেচনা	দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে জেন্ডার প্রেক্ষিতে ধারণা লিখিত স্লাইড, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	২০ মিনিট
জেন্ডার প্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ	সৃজনশীল খেলা, বিশ্লেষণ	স্টেপিং ফরোয়ার্ড গেম, ফ্লিপশীট, মার্কার ও খেলার নির্দেশিকা	২০ মিনিট
শিখন যাচাই	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপশীট ও মার্কার	০৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালন প্রক্রিয়া-

ধাপ-০১ : জেন্ডার ধারণা বিশ্লেষণ **সময় ঃ ৩০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- জেন্ডার ও সেক্স কাকে বলে প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহ করুন;
- এরপর স্লইড প্রদর্শন করে সহায়ক তথ্যের আলোকে সম্ভব হলে অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে জেন্ডার এর আবিধানিক ও বিশ্লেষণমূলক ধারণাটি প্রদান করুন ;
- আপনার বক্তব্য যাতে অংশগ্রহণকারীগণ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে সেটি বিবেচনায় নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ- ০২ : নারী-পুরষের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া, ভুমিকা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব সময় : ৩০ মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে পরিবার, সমাজ ও উন্নয়নে নারী ও পুরুষ কি ধরনের ভূমিকা পালন করেন, পোস্টার পেপারে তার একটি চার্ট তৈরি করুন ;

- এরপর চার্টে উল্লেখিত কাজগুলোর সুত্র ধরে বলুন, এসব কাজগুলোর মধ্যে কোন কোন কাজ নারী পুরুষ উভয়েই করতে পারেন বা বর্তমানে করছেন?
- অংশগ্রহণকারীর মতামত সাপেক্ষে নারী পুরুষ উভয়েই করতে সক্ষম এমন কাজগুলোকে একটি পৃথক রঙের কালি দিয়ে চিহ্নিত করুন;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন যদি নারী পুরুষ উভয়েই এই কাজগুলো করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে এই বৈষম্য কেন, এই বৈষম্য কিভাবে তৈরি হলো, কারা সৃষ্টি করলো?
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন এবং সম্ভব হলে তাদের মতামতের সাথে মিলিয়ে বলুন, আমরা আমাদের সমাজে নারীকে এক রকম কাজ বা ভূমিকা পালন করতে দেখি, আবার পুরুষদেরকে আর এক ধরনের ভূমিকা পালন করেত দেখি অর্থাৎ নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকি এটা গড়ে একটি সমাজ ব্যবস্থা থেকেই;
- এরপর সহায়ক তথ্যের আলোকে কিভাবে সামাজিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু কাল থেকেই পরিবার, সমাজে নারী -পুরুষের ভূমিকা নির্ধারিত হয় এবং যা পরিবর্তন যোগ্য তা ব্যাখ্যা করুন;
- সামাজিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ভূমিকার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করুন

ধাপ- ০৩: নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন ও এর প্রভাব সময় : ১৫ মিনিট

- আমরা পরিবার ও সমাজে সাধারণত নারীর প্রতি কী ধরনের বৈষম্য, সহিংসতা লক্ষ্য করে থাকি / প্রশ্নটি করে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন এবং অংশগ্রহণকারীদের মতামত বোর্ডে লিখুন;
- আলোচনা করে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনগুলো চিহ্নিত করুন;

অথবা

- সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত ঘটনাটি উপস্থাপন করুন এবং উপস্থাপিত ঘটনার আলোকে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবা বর্ণনা করুন।

ধাপ- ০৪: দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা সময় : ২০ মিনিট

- পূর্ববর্তী অধিবেশনে গঠিত দল ৩টির প্রথম দলকে-দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকি,দ্বিতীয় দলকে-বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা এবং তৃতীয় দল- ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত লিখিত চিরকুট প্রদান করুন;
- প্রতিটি দলকে চিরকুটে পাওয়া বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে শব্দগুলোর সম্পর্কে ধারণা তৈরি এবং এর ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতে অনুরোধ করুন;
- দলের আলোচনা শেষে প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে অন্যদলগুলোর সামনে প্রাপ্ত বিষয়ে দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের প্রদানকৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অন্য দলগুলোর মতামত, সংযোজন ও বিয়োজনের সুযোগ দিন;
- এভাবে প্রানবন্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিষয়গুলো সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারনাগুলো জানুন;
- এরপর ধারণা সম্বলিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের ধারণা স্বচ্ছ করুন;

ধাপ- ০৫ : জেন্ডার প্রেক্ষিতে দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ সময় : ২০ মিনিট

এবারে, ইচ্ছুক ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত"স্টেপিং ফরোয়ার্ড" খেলার গাইড লাইন অনুসরণ করে খেলাটি পরিচালনা করুন;

- খেলাটি শেষে খেলার শিখন পর্যালোচনা এবং এর সুত্র ধরে নারীরা যে সবচেয়ে ঝুঁকি ও বিপদাপন্ন এবং সামাজিক বিধি নিষেধের কারণে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না পারা ও সম্পদে প্রবেশাধিকার না থাকার ফলে তারা অধিক বিপদাপন্ন এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সর্ম্পকিত বাস্তব ঘটনা থাকলে তা অংশগ্রহনকারীদের সাথে বিনিময় করুন এবং অংশগ্রহনকারীদের জানা অনুরূপ বাস্তব ঘটনা থাকলে সেটিও বিনিমিয় করার সুযোগ দিন।

ধাপ-৩ ঃ শিখন যাচাই সময় : ০৫ মিনিট

- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতাা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ করতে গিয়ে নারীরা সকল ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করুন:
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য

অধিবেশন-১
জেন্ডার ধারনা ও নারী-পুরুষের প্রত্যাহিক ও দুর্যোগকালীন জীবন

১.১ জেন্ডার ধারণা বিশ্লেষণ

জেন্ডার শব্দটি নিয়ে কাজ শুরু করেন সত্তর দশকের একজন সমাজ বিজ্ঞানী এন ওকলে। জেন্ডার বলতে আমরা ছোট বেলা শিখেছি লিঙ্গ, যার ব্যাখা ছিলো জেন্ডার তিন প্রকার যথা পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লিব লিঙ্গ। কিন্তু এন ওকলে এই ধারণার বাহিরে গিয়ে আলোচনা করেছেন। যখন আমরা স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লিব লিঙ্গ বলি তখন একজন মানুষের শারিরীক ও যৌন পরিচয় সামনে চলে আসে। অন্যদিকে জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে- নারী ও পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত এবং এটি নারী-পুরুষের এই জৈবিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিকে সামনে নিয়ে। একজন নারী কিংবা পুরুষের জৈবিক কাজ গুলি হচ্ছে প্রাকৃতিক যেমন, সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া, দুগ্ধদান এবং বৈশিষ্ট গুলি সাধারণ চোখে যা দেখতে পাই তা হচ্ছে পুরুষের মুখে দাড়ি গজায় অথচ নারীর তা হয় না। নারীর শরিরে সন্তান জন্মদান থলি থাকে, পুরুষের থাকে না। তাই জেন্ডার পরিভাষাটি এখন আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করে থাকি কারন জেন্ডার শব্দটির সরাসরি কোন বাংলা অর্থ নেই যা এন ওকলে বোঝাতে চেয়েছেন। সেই কারনে বলা হয়, *জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক সংজ্ঞা। সেক্স হচ্ছে মানুষের শারিরীক বৈশিষ্টকে বোঝায় যা জৈবিক ও পরিবর্তশীল নয়। অথচ জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক বৈশিষ্ট যা সামাজিক, পারিবারিক, স্থান কাল ভেদে পরিবর্তনশীল।*

সন্তান জন্মদানে নারী-পুরুষের ভুমিকা রয়েছে, সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর দুগ্ধদান নারীর প্রকৃতিগত ভুমিকা রয়েছে কিন্তু সন্তান লালন-পালন যেমন সন্তানের পরিচর্যা কিন্তু নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা নেই। সমাজ এই কাজটি নারীর উপর আরোপিত করেছে। এছাড়াও পরিবারে রান্না করা, বয়স্ক সদস্যদের সেবা করা, কাপড় ধোয়া, পরিস্কার পরিছন্নতার কাজ গুলি কিন্তু নারী-পুরুষের কোন প্রাকৃতিক দায়িত্ব না, এগুলি যে কেউ করতে পারে কিন্তু সমাজে এই কাজগুলি নারীর জন্য নির্ধারিত। মেয়েরা চুল বড় করবে, ছেলেদের চুল ছোট হবে, অথচ দুজনে চাইলে চুল ছোট বড় রাখতে পারে এবং সমাজে এখন এর অনেক উদহারণ পাওয়া যা। মেয়েরা ঘরে থাকবে কিন্তু ছেলেরা বাহিরে যাবে এগুলি কিন্তু প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা না কিন্তু সমাজ তা নির্ধারন করে দিয়েছে। সেই কারণে আমরা নারী বা পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে জন্ম নিয়ে সামাজিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক নারী ও সামাজিক পুরুষ হিসেবে বড় হতে থাকি এবং আচার আচরণ গুলিও সেই ভাবে করতে থাকি। নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক ভুমিকা কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য না অথচ সমাজ প্রদত্ত ভুমিকা ও আচরণ গুলি কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য। এই পরিবর্তন গুলি শ্রেনী, অর্থনৈতিক অবস্থা, বয়স, বর্ন, স্থান, কাল এবং সংস্কৃতির সাথে সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশে পুরুষদের জন্য যে ধরণের ড্রেস প্রচলিত রয়েছে যেমন প্যান্ট, শার্ট ইত্যাদি অথচ পৃথিবীর অনেক দেশে নারীরা প্যান্ট, শার্ট পরিধান করছে নিয়মিতভাবে। পুরুষ চাকুরি করে, ঘরের বাহিরে গিয়ে কাজ করে, আয় করে কারণ তার বাহিরের জগৎ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে, বাহিরে যাওয়ার সামাজিক অনুমোতি রয়েছে, বাহিরে গিয়ে সকলের সাথে মেলামেশার সুযোগ রয়েছে। সকল নারী তাহলে কেন বাহিরে গিয়ে কাজ করছে না? প্রাকৃতিক কারণ গুলি কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরীর করলেও মুল কারণ গুলির অন্যতম হচ্ছে সামাজিক ভাবে নারীর জন্য নির্ধারণকৃত ভুমিকা যা পালনের জন্য লেখাপড়া করার চেয়ে রান্না করার দক্ষতা প্রয়োজন, সেবা করার দক্ষতা প্রয়োজন যেটা পরিবার থেকেই পাওয়া যায়। তাই একসময়ে মেয়েদের লেখাপড়ার উপর জোর দেয়া হতো না। এখন দেয়া হলেও প্রাথমিক ধারণার বদল হয় নাই, মনে করা হয় শিক্ষিত মেয়ে হলে সন্তানকে লেখাপড়া করাতে পারবে। যেহেতু নারীকে সামাজিক ভাবে পরিবারের আভ্যন্তরে আমরা দেখতে অভ্যস্থ, তাই নারীর ভূমিকাকে আমরা সব সময় গৃহে মধ্যে দেখতে বেশী পছন্দ করি। এর ফলে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল থাকছে অন্যর উপর। এভাবেই সমাজে নারীর জন্য অধঃস্তন ভুমিকা নির্ধারণ হয়ে যায়।। পাশাপাশি পরিবারের কাজ গুলি যেহেতু উপৎপাদনমুলক নয় কিংবা আর্থিকভাবে মুল্যায়িত না সেই কারণে নারীর পারিবারিক কাজ গুলিকে কাজ হিসেবে

গন্য করা হয় না। অথচ নারী কৃষির প্রায় ৬৫ ভাগ কাজ বাড়ির মধ্যে থেকে সম্পাদন করছে অথচ সেগুলিকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে উৎপাদনমুলক কাজ হিসেবে গন্য করা হচ্ছে না।

বর্তমান উন্নয়ন-আদর্শ ও কার্যক্রমের উপর জেন্ডার কোন প্রকার আরোপিত বিষয় নয় কিংবা দুর্যোগ বিশ্লেষণ ও ত্রান তৎপরতায় কোন চাপানো বিষয় নয়। এটিকে এই কারণে আলাদা কোন ইস্যু হিসেবে পরিকল্পনা ও কর্মসুচীতে চিহ্নিত করা যাবে না। এটি একটি প্রেক্ষিত, একটি সমস্যা বিশ্লেষনের পথ, মানুষ ও সমাজের বিচার ও ন্যায্যতা নিয়ে আমাদের উপলব্ধি মাত্র। এই উপলব্ধির মাধ্যমে জানা যায় সামাজিক ভাবে নারী কতটুকু এবং কিভাবে অন্যায্যতার শিকার, উন্নয়নের সুফল গুলি থেকে নারী ও কিশোরীরা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ গুলি নারী-পুরুষের মধ্যে কিভাবে বন্টন হচ্ছে, আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নারী কিভাবে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, পরিবারে ও সম্পদে নারী কিভাবে বঞ্চনা ও বৈষম্যেও শিকার হচ্ছে। একটি পরিবারে ও সমাজে ক্ষমতার পার্থক্য ও ক্ষমতায় প্রয়োগে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণে শ্রেনী, গ্রোত্র, বর্ণ বা ধর্ম কিভাবে প্রভাবিত করে তা দেখতে হলে জেন্ডার বিশ্লেষন ও নিয়ামক গুলি অনেক বেশী কার্যকরী। আমরা সচারচর যা দেখি, একটি ত্রান শিবিরে কিংবা আশ্রয় কেন্দ্রে নারী ও শিশুরাই সাধারণভাবে সংখ্যাগড়িষ্ঠ হয়ে থাকে অথচ আশ্রয় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ, ত্রান বিতরনে তাদের চেয়ে পুরুদের অগ্রণী ভুমিকা লক্ষ্য করা যায়, ফলে নারীর চাহিদা ও প্রাপ্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ হয় না। এখানে নারীর অগ্রণী ভুমিকা পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নারীর সমাজ নির্ধারিত ভুমিকা, যেমন, তাকে সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়, বয়স্কদের সেবা করতে হয়, খাবার পানির ব্যবস্থা করতে হয়, কিশোরীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় ফলে তার পক্ষে বাহিরে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে পুরুষদের সেই ভাবে সহযোগিতা থাকে না কারণ পুরুষ বাহিরের কাজ গুলি করতে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

নারীর অবস্থা (বস্তুগত পরিস্থিতি যেমন খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি) ও পরিবারে এবং সমাজে তার অবস্থান (সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান ইত্যাদি) দ্বারা কিভাবে সিদ্ধান্ত ও সম্পদের উপর ক্ষমতা, মর্যাদা ও নিয়ন্ত্রণ নির্ধারন হয় সেগুলি নিয়ে জেন্ডারের আলোকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ রয়েছে। নারীর ও পুরুষের মৌলিক (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) ও কৌশলগত (শিক্ষা, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, মর্যাদা ইত্যাদি) চাহিদা গুলিও জেন্ডার বিশ্লেষণে দেখার সুযোগ রয়েছে। এই কারণে মানবিক সমাজ, সহযোগিতাপূর্ন মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরী, উন্নয়নের ফলাফল বন্টনে ভারসাম্য ও নারী-পুরুষের ন্যায্যতা ভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে জেন্ডর বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন।

জেন্ডার হলো-

জেন্ডার হলো নারী ও পুরুষের প্রতি আরোপিত, সমাজ-সংস্কৃতি ভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনীয় সম্পর্ক। আর সেক্স হলো প্রাকৃতিক-শারীরিক, সর্বজনীন, পূর্ব-নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়।

সেক্স : জৈব লিঙ্গ	**জেন্ডার : সামাজিক লিঙ্গ**
প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট	সমাজ-সংস্কৃতি থেকে নির্মিত
শারীরিক / জৈবিক	সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক
সার্বজনীন	সমাজ সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন
অপরিবর্তনীয়	পরিবর্তনীয়

১.২ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারী পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ

পরিবার, সমাজ ও উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী- পুরুষের ভূমিকা/ অবদান

ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	
	নারী	পুরুষ
পরিবারে নারীর পুরুষের ভূমিকা	• সন্তান পালন • রান্না • কাপড় ধোয়া • ঘর, বাড়ী, আঙ্গিনা পরিচ্ছন্নতা • শাক সবজি, ফসল উৎপাদন • ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ • মৎসচাষ • গবাদী পশু পরিচর্যা, পালন • হাঁস- মুরগী, ছাগল পালন • জ্বালনি সংগ্রহ • হাতের কাজ • বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা • ফসল বীজ সংরক্ষণ • সঞ্চয় করা • জরুরি নথি পত্র সংগ্রহ • হাট বাজাওে নিজের পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা • পরিবারের বিপদ আপদ শক্তভাবে মোকাবেলা করা • পানি সংগ্রহ • পানি প্রযুক্তি ও টয়লেট সংরক্ষণ ও পরিষ্কার করা	• ফসল উৎপাদন • প্রক্রিয়াজাতকরণ • হাট বাজারে বিক্রি • পশু পালন • হাট বাজার করা • সিদ্ধান্ত গ্রহণ • খাদ্য সংগ্রহ
সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা	• বিবাহ বাড়ির কাজ • মৃত বাড়ি • প্রসূতি সেবা • সামাজিক অনুষ্ঠান • ধর্মীয় কাজে সহায়তা করা	• বিচার-সালিশে অংশ নেয়া • বিয়ে শাদিতে অংশ নেয়া • বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উদ্যোগে অংশ নেয়া • ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ • আনন্দ বিনোদনমূলক কাজে অংশ নেয় • হাট বাজারে যায় • স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে চলাচল করে • সিদ্ধান্ত নেয়, অর্থ খরচ করতে পারে • বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চাঁদা দেয়

ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	
	নারী	পুরুষ
উন্নয়নে নারী পুরুষের ভূমিকা	• কৃষি কাজে/ চাষের কাজে নারীরা সরাসরি অংশগ্রহণ • কলকারখানায় নারীদের অংশগ্রহণ • প্রযুক্তি ব্যবহারে অংশগ্রহণ • দেশ রক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ • হাসপাতালে সেবা দেয় • অফিস আদালতে • গবেষণা মূলক কাজ করে • পোশাক শিল্পে ৯০ ভাগই নারী অবদান রাখছে • স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ • রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ • ব্যাবসা বানিজ্য • পরিবহন	• ফসল চাষ করে • মিল, কল কারখানায় চাকুরী করে • ব্যাবসা বানিজ্য করে • অফিস আদালতে চাকুরী করে • বিভিন্ন সেবা মূলক কাজে জড়িত • পরিবহন খাতে ভূমিকা রাখে • স্বাধীনভাবে বাজনৈতিক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে • পশু পাখি পালন করে • মতামত প্রদান করে • সিদ্ধান্ত দেয় • স্বাধীনভাবে বিনিযোগ করতে পারে • পরিবারের সকল উন্নয়ন কাজে প্রাধান্য বিস্তার করে • জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে
দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারীর ভূমিকা	• জ্বালানী ও শুকনো খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি, খই, গুড় এবং পানি সংরক্ষণের পাত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ • রান্নার জন্য উঁচু স্থান করা • বাড়ির চারপাশে বৃক্ষরোপন • আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভালোভাবে গুছিয়ে রাখা • গবাদি পশুর খাবার সংরক্ষণ • সঞ্চয় করা • চুলা তৈরি করে রাখা • জ্বালানি সংগ্রহ করে রাখা • হাঁস-মুরগী, পশুপাখির ঘর নির্মান/ উঁচু করা • বীজ ফসল সংরক্ষণ করা • প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাবার স্যালাইন হাতের কাছে রাখা • আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ • আশ্রয়কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নেয়া	• সতর্ক বার্তা শোনে • পরিবারে সকলকে সতর্ক করে • ঘরবাড়ী উচু করে • আশ্রয় কেন্দ্রে যায় • পরিবাওে নারীদের নির্দেশনা দেয় • সেবা গ্রহণ করতে যায়

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারী পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ

আমরা আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকি। এটি গড়ে ওঠে সমাজের ভেতর থেকেই এবং এর ফলেই আমাদের ভেতর নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো একটি পরিবার ও সমাজে নারী শিশু ও পুরুষ শিশু একটা বয়স পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে একই ধরনের পোশাক, খেলাধূলা ও আচরণ করে থাকে। এমনকি চলাফেরাতেও পার্থখ্য থাকে না। কিন্তু যেই বয়স বাড়তে থাকে পরিবার এবং সমাজ থেকেই বিধি নিষেধ জারি হতে থাকে। শিক্ষা দেয়া হয় এটা নারীর কাজ নয়, ওটা পুরুষের কাজ। এইটা নারীর, ওইটা পুরুষের কাজ। এভাবেই বা এ ধরনের নির্দেশনা ও শিক্ষা থেকেই শিশু অবস্থাতেই মনোজগতে নারী ও পুরুষের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে। পোশাক পরিচ্ছদ, খেলাধূলা ও আচার আচরণের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। এভাবে পরিবার ও সমাজ থেকেই নারী -পুরুষের ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে যা

১.৩ নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা ও এর প্রভাব

পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী ও কিশোরীদের প্রতি আত্মীয়-স্বজন বা পরিচর্যাকারী বা স্বামীর দৈহিক, মানসিক অথবা লিঙ্গ ভিত্তিক দূর্ব্যবহার, অবহেলা অথবা অন্যায় আচরণকেই নির্দেশ করে। এটি সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের অধিকার হীনতা, বিশ্বাসভঙ্গতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার, যেখানে নারী ও কিশোরীদের অধিকার এবং নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে লংঙ্ঘিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। তবে পারিবারিক সামাজিকভাবে অপরাধের সিংহভাগ দায়ভারই বর্তায় নারীর উপর।

আজকের সমাজে নারী, কিশোরীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, নির্যাতন একটি ব্যাপক (পরিব্যাপ্ত) ও সাংঘাতিক সমস্যা হিসাবে স্বীকৃত। নারীরা শুধুমাত্র 'নারী' বলেই অন্যায়ের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্যাতন বা নিপীড়ন সংঘটিত হয় ভুক্তভোগী নারীর পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা।

পারিবারিক পর্যায়ে বেষম্য ও সহিংসতা গুলো ঘটে পুরুষদের জোরপূর্বক কর্তৃত্ব ও মতামত প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা পুরুষকে কতৃত্ব, ক্ষমতাশালী ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবর্তীর্ণ করে। একারণে পুরুষ তার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। এটা হলো নারীর উপর একতরফা নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন ধরনের ক্ষমতার ব্যবহার। *নারী নির্যাতন রোধে জাতিসংঘের ঘোষণার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ''ঐতিহাসিকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার অসম বন্টনের বহিঃপ্রকাশ হলো নারী নির্যাতন''।*

আমাদের পরিবার, সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী কিশোরীদেরকে দৈনন্দিন জীবনযাপনের অনেক কাজে, প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। এই কারণে তারা তাদের পরিবারকে শুধুমাত্র অভিবাবক, স্বামী-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন হিসাবে দেখে না, বরং বন্ধু, প্রতিবেশী এবং পরিচর্যাকারী বা সেবাদানকারী (এই সেবাদানকারী হতে পারেন, ডাক্তার, খানসামা, গাড়ীচালক, নার্স, শিক্ষক, সমাজকর্মী, মনোচিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্ট, কাউন্সিলর এবং হাসপাতালে কর্মরত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ) হিসাবেই দেখে। এরকম বহুসংখ্যক মানুষের সেবা নিতে গিয়ে নারীদেরকে দৈহিকভাবে পরিচর্যাকারীদের সন্নিকটে যেতে হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে মানসিকভাবেও তাদের মাঝে নৈকট্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এই ব্যাপারটিই নারীর উপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন কিংবা নির্যাতনের সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

নির্যাতনের ধরন

একজন নারী বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। যেমন-

দৈহিক নির্যাতন - দৈহিক নির্যাতানের ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের উপর শারীরিক বলপ্রয়োগ করে এবং ভুক্তভোগী শারীরকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যেমন- চড়-থাপ্পড়, লাথি, অবহেলা সহকারে ধরা প্রভৃতি।

মানসিক নির্যাতন - মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারী অন্যের দ্বারা কটু কথা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়।

যৌন নিপীড়ন - এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী অনিচ্ছাকৃত যৌন ক্রিয়ার শিকার হয়ে থাকে। এটা হতে পারে অযাচিত শারীরিক স্পর্শ, আদরের ছলে গায়ে হাত দেওয়া, ধর্ষন প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক নিপীড়ন - সঞ্চিত ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ অন্যদের দ্বারা দখল হয়ে যাবার মাধ্যমে নারী অর্থনৈতিক ভাবে নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে।

অবহেলা - নারী ও কিশোরীদের সঠিক সুরক্ষা না দিলে সে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে। এটাকে অবহেলা বলা যেতে পারে। আবার তাদের জন্য সঠিক স্বাস্থ্য সেবা, বা চিকিৎসা, শিক্ষা না দেওয়াটাকেও অবহেলা বলা যায়।

১.৪. দুর্যোগ, জেন্ডার বিবেচনায় দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা

আপদ (Hazard)

আপদ হলো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট একটি অস্বাভাবিক ঘটনা যা মানুষের জীবন, জীবিকা, পরিবেশ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করত পারে। যেমন- সাইক্লোন, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, খরা, অগ্নিকান্ড, ইত্যাদি। উলেখ্য যে আপদ কোন দুর্যোগ নয়, দুর্যোগের কারণ হতে পারে।

বিপদাপন্নতা (Vulnerability)

বিপদাপন্নতা হলো আপদের কারণে সৃষ্ট কোন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের এমন কিছু বিষয় যা দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রাকে বাড়ায় অর্থাৎ ঝুঁকির কারণসমূহই হচ্ছে বিপদাপন্নতা। যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা, প্রতিরক্ষা বাঁধ না থাকা ইত্যাদি। আমাদের দেশে তথ্য, সেবা, সম্পদ অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাহীনতা এবং নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে অধিক মাত্রায় বিপদাপন্ন করে রেখেছে।

ঝুঁকি (Risk)

আপদের কারণে কোন ঘটনা ঘটার আশংকা যা মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। অর্থাৎ দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষতির আশংকাই হলো ঝুঁকি। সমাজে নারী পুরুষ ও বয়স ভেদে ঝুঁতি তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বৈষম্য পূর্ণ আচরণের কারণে নারীর বিপদাপন্নতার মাত্রা পুরুষদের চাইতে বেশী। সামাজিক বিধি নিষেধের কারণে নারীদের চলাচল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার, চর্চা অনুশীলন পুরুষের চেয়ে খুব কম সে কারণে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকিও বেশি।

ঝুঁকি = আপদ × বিপদাপন্নতা

দুর্যোগ (Disaster)

দুর্যোগ হচ্ছে আপদের কারণে সৃষ্ট এমন একটি ভয়াবহ ঘটনা যা মানুষের জীবন, জীবিকা ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে এবং যা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপরের সাহায্য ছাড়া এককভাবে মোকাবেলা করতে পারে না। বিভিন্ন দুর্যোগে দেখা গেছে নারীর ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পুরুষদের তুলনায় বেশি। ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ এর সিডোর ও ২০০৯ এর আইলাতে নারী মৃত্যুর হার ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি।

প্রতিরোধ (Prevention)

প্রতিরোধ হলো কোন দুর্ঘটনা বা সম্ভাব্য দুর্যোগকে বাঁধা প্রদান করা। যেমন- জরুরি বাঁধ নির্মাণ। প্রতিরোধ ব্যবস্থা নারী কেন্দ্রীক যতো বেশী হবে, নারী/পরিবারের বিপদাপন্নতা কমবে ও পরিবার ঝুকি মুক্ত হবে।

প্রশমন (Mitigation)

প্রশমন হলো এমন কোন উদ্যোগ, পদক্ষেপ বা কাজ যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে।

প্রস্তুতি (Preparedness)

প্রকৃত জরুরি অবস্থার সময় অধিকতর কার্যকরীভাবে অথবা সময়োচিত সাড়াদানের জন্য পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। এই প্রস্তুতি বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে আমাদের জীবন ও সম্পদ করে থাকে। প্রস্তুতির বিষয়গুলো নারী বান্ধব হলে তা নারীর ঝুঁকিহ্রসে সহায়ক হয়। ফ্লাড বা সাইক্লোন সেল্টারের পরিবেশ যতো বেশী নারী কেন্দ্রীক হবে, দুর্যোগের সময়ে নারী শ্লেটারে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে। যেমন, শ্লেটারের নিরাপত্তা, আলোর ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শ্লেটার পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহন ও নেতৃত্বর সুযোগ ইত্যাদী।

অধিবেশন -২

দুর্যোগ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

২.১ নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীল ও পরবর্তীকালীন ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা ব্যাখা করতে পারবেন;

২.২ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

২.৩ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন

সময় : ২ ঘণ্টা

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীল ও পরবর্তীকালীন ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা	**প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা**	নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীল ও পরবর্তীকালীন ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা **লিখিত স্লাইড, বোর্ড, মার্কার**	**৪০ মিনিট**
জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে ধারণা ও গুরুত	ভূমিকা অভিনয়, ধারনা প্রকাশ, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, ভূমিকা অভিনয়ের গাইড লাইন, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	৪০ মিনিট
জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরন	**প্রশ্ন উত্তর আলেচনা**	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ লিখিত পোস্টার, ফ্লিপশীট ও মার্কার	**৩৫ মিনিট**
শিখন যাচাই	**প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা**	**ফ্লিপশীট ও মার্কার**	**০৫ মিনিট**

অধিবেশন পরিচালন প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১: নারী ও কিশোরীদের দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা **৪০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করুন;
- দল ৩টি কে পৃথক পৃথক ভাবে ***দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগ চলাকালে এবং দুর্যোগের পরবর্তীতে*** নারী ও কিশোরীদের প্রধান বিপদাপন্নতা গুলো নির্ধারণ করার জন্য দলীয় কাজ ও সময় নির্ধারন করে দিন;
- দলীয় আলোচনা শেষে, প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে অন্য দলগুলোকে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন।
- এভাবে প্রানবন্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দুর্যোগে নারীর বিপদাপন্নতকা সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- কোন তথ্য বাদ পরলে তা আলোচনা করে তা যুক্ত করুন।

ধাপ- ২: জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে ধারণা ও গুরুত্ব ৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদেরকে অভিনয়ের জন্য দুটি দলে ভাগ করুন;
- দল দুটিকে পৃথকভাবে সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত অভিনয় নির্দেশনা অনুযায়ী অভিনয়ের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিয়ে প্রস্তুতি নিতে ১০ মিনিট সময় দিন;
- বিষয়বস্তু অনুযায়ী অভিনেতা নির্বাচন ও অভিনয় প্রস্তুতিতে সহায়তা করুন;
- প্রস্তুতি শেষে দল দুটিকে প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী জরুরী সাড়া দানের পৃথক পৃথক কৌশল দুটি ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ করুন;
- ভূমিকা অভিনয় শেষে, প্রদর্শিত অভিনয় দুটির বিষয় নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করুন এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী অভিনয় দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করে কোন দলটির বিষয়বস্তু আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য তা জানতে চান;
- এক্ষেত্রে অবশ্যই ২য় দলের সমতাভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক জরুরী সাড়াদানের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করবেন অংশগ্রহণকারীরা;
- ভূমিকা অভিনয় থেকে পাওয়া শিক্ষণের ভিত্তিতে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারণাগুলো জানুন;
- গ্রহণযোগ্য অভিনয়টিকে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত করে এবং প্রয়োজন হলে আরো ঘটনা/ উদাহরণ দিয়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও এর সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিন;
- সহায়ক তথ্যের আলোকে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল নীতিসমহূ ব্যাখ্যা করুন;
- প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/লিখিত পোস্টার পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ করুন

ধাপ- ২: জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনয়িতা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ ৩৫ মিনিট

- সহায়ক তথ্যের আলোকে"জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন;
- **"দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ"** লিখিত একটি ব্রাউন পেপার বোর্ডে লাগিয়ে দিন;
- এবারে, পাশাপাশি বসে থাকা অংশগ্রহনকারীদের ১,২ গণনা করে সকলকে জোড়া বিভক্ত করুন;
- প্রত্যেক জোড়াকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নের ১টি করে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে বলুন;
- নিজেদের মধ্যে অলোচনা করে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে ৫মিনিট সময় দিন;
- নির্ধারিত সময় শেষে প্রত্যেক দলের কাছ থেকে একে একে মতামত গুলো শুনুন এবং আলোচনার মাধমে প্রকৃত প্রতিবন্ধকতাগুলো সুনির্দিষ্ট করে ব্রাউন পেপারে লিখুন;
- অংশগ্রহনকারীদের সাথে যৌক্তিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ সুনির্দিষ্ট করুন।

ধাপ- ৩: শিখন যাচাই ৫ মিনিট

- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে অধিবেশনের শিখনসমূহ যাচাই করুন;
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন-২

দুর্যোগ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

২.১ দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালী ও পরবর্তী নারী ও কিশোরীদের বিপদাপন্নতা

দুর্যোগের আগে বিপদাপন্নতা

- দুর্যোগ ভেদে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকা
- আপদকালীন সময়ে পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা না থাকা
- দুর্যোগের সতর্কতা বার্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা
- গৃহস্থালীর সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক নজর দেয়ার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন হয়
- সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো নিয়ে নারীরাই বেশী ব্যস্ত থাকে
- কুসংস্কারে বিশ্বাসী
- আয়মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম

দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের উপর নির্ভরশীল
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের (গর্ভবতী ও প্রসুতী) প্রবেশগম্যতা উপযোগী নয়
- দুর্যোগকালীন সময়েও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য নিশ্চিত করতে হয়
- নারীদের বিশেষ চাহিদাগুলো জানা হয় না
- নারীদের উপযোগী পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা
- পরিবারের শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখা
- নিজের অসুস্থতা
- সাহায্যকারীর অভাব
- পারিবারিক সম্পদ রক্ষায় ব্যস্ত থাকে
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তার অভাব
- আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতীদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকে না

দুর্যোগ পরবর্তীতে বিপদাপন্নতা

- নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন আলাদাভাবে ব্যবস্থা না থাকা
- নিজেদের প্রয়োজনীয়তা না ভেবে অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা
- পরিবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাড়তি চাপ উপলব্ধি করা
- ত্রাণ কার্যে নারী উপেক্ষিত
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীকে অবহেলা করা

২.২ ভূমিকা অভিনয়ের বিয়বস্তু

অভিনয় নির্দেশনা-১

সাধারণভাবে জরুরী সাড়াদানের গতানুগতিক বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। এখানে একদল অভিনেতা/ অভিনেত্রী যারা স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, কর্মীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন কর্মীরা সতর্ক বার্তা ঘোষণা করবে, প্রস্তুতি নিতে বলবে, পরিবারে স্বামী এসে সকলকে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে বলবে, স্ত্রীর মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দেবে, এক্ষেত্রে আমাদের বাস্তববতায় সাধারণভাবে আমরা যেটা দেখি সেটি অধিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

অভিনয় নির্দেশনা-২

এই অভিনয়টি প্রদর্শনের জন্য অভিনেতাদের বিশেষভাবে নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। এই সাড়াদানের বিষয়টি দেখাতে হবে জেন্ডার রেসপনসিভ। এই সাড়াদান প্রক্রিয়াতে দেখা যাবে নারী পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করছে। জরুরী সাড়াদানের বিষয়টি হবে উভয়ের জন্য মর্যাদাপুর্ন, চাহিদা ভিত্তিক। এই অভিনয়টিতে একদল অভিনেতা/অভিনেত্রী নারী বান্ধব সতর্কবার্তা প্রদান, আশ্রয় কেন্দ্রে গমনে সহায়তা, পরিবারে নারী ও পুরুষের যৌথ প্রস্তুতি, জেন্ডার বান্ধব আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি লক্ষ করা যাবে।

গতানুগতিক দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা (দল নং -১)	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা (দল নং -২)
• সতর্ক বার্তায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় প্রস্তুতি ও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষন; • উদ্ধার ও অপসারনে জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন ; • জরুরী ত্রান বন্টনে জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা পূরনে পদক্ষেপ গ্রহণ; • আশ্রয়কেন্দ্রে জনগোষ্ঠীর বিশেষ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহন।	• সতর্ক বার্তায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রস্তুতি ও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষন; • উদ্ধার অপসারনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ; • জরুরী ত্রান বন্টনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা পূরণে পদক্ষেপ গ্রহণ; • আশ্রয়কেন্দ্রে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.২ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার ভিন্নতার কারণে কোন কোন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি বেশি। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বৈষম্য, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতার অভাব ইত্যাদির কারণে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি অন্যদের থেকে বেশি। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার ভিশন (স্বপ্ন) হলো-এ ধরনের সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি, ক্ষতি ও ভোগান্তি সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা। এমতাবস্থায়, সকল জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টিকে বিবেচনায় এনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহনে বা সম্পৃক্ততায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ,ও মূল্যায়ণই হচ্ছে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স

'ডিজাষ্টার রেজিলিয়েন্স' শব্দের অর্থ পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী, ব্যাক্তি বা রাষ্ট্রের দুর্যোগ মোকাবিলার সামর্থ। এই সামর্থের মধ্যে রয়েছে ইতিবাচক মানসিকতা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুশীলন। অর্থাৎ দুর্যোগ আঘাত করতে পারে সেজন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা, দুর্যোগ আঘাত করলে ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে কি করতে হবে সে বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা, নিয়মিত জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন করা, দুর্যোগ পরিস্থিতিতে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলা- দুর্যোগ মোকাবিলায় এসব সামর্থ রয়েছে এমন পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী, ব্যাক্তি বা রাষ্ট্রকে আমরা ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

- বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়ক হবে;
- নারীর অধিকার মতামত, অংশগ্রহণ,মর্যাদা নিশ্চিত হবে;
- নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে;
- চাহিদা নিরুপণে নারীর মর্যাদাপূর্ণ সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে;
- জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে
- নারীর দুর্যোগ ঝঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস পাবে;
- নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে

২.৩ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সাথে জড়িতদের গতানুগতিক মানসিকতা;
- নারীদের অংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি না করা;
- প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব;
- তথ্যের অভাব;
- সোনাতনী সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা;
- রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে নারীর বিষয়গুলো প্রাধান্য না দেয়া
- রাষ্ট্রীয় নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের অভাব;
- প্রশিক্ষনের উদ্যোগের অভাব;
- মনিটরিং এর অভাব;
- নারী নেতৃত্বের অভাব;
- আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নারী, শিশু, বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব নয়;
- অসচেতনতা;
- এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগের অভাব।

অধিবেশন- ৩

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি - সিপিপি এর ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে সিপিপি কার্যক্রম সমূহ এবং জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর সীমাবদ্ধতা ও এর অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি

বক্তৃতা আলোচনা , ছোট দলে আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা

উপকরণ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপারএবং আলোচনা কার্যক্রমের ছক ।

সময় : ২ ঘন্টা

পাঠ বিন্যাস

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে সিপিপি কার্যক্রম সমূহ	৩০ মিনিট	বক্তৃতা আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা	দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে সিপিপি কার্যক্রম সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার ও মার্কার
২	জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর সীমাবদ্ধতা ও অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ	৭০ মিনিট	ছোট দলের আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনা	দলীয় কাজের ছক
৩	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠদান প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১: দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে সিপিপি কার্যক্রম সমূহ ৩০ মিনিট

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- প্রশ্ন করে দুর্যোগের তিনটি পর্যায়ে (দুর্যোগের আগে, চলাকালে, এবং পরবর্তীতে) সিপিপি এর বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানুন এবং সহায়ক তথ্যে দেওয়া ছক (পূর্বে প্রস্তুতকৃত) অনুযায়ী ব্রাউন পেপারে লিপিবদ্ধ করুন;
- অংশগ্রহণমূলকআলোচনার মাধ্যমে সিপিপির প্রধান কাজগুলো চিহ্নিত করুন।

ধাপ- ২: জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর সীমাবদ্ধতা ও অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ **৭০ মিনিট**

- পূর্বে গঠিত দল ৩টিকে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপিএর সীমাবদ্ধতা ও এর অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ চিহ্নিত করার জন্য দলীয় কাজ নির্ধারন করে দিন।
- দলীয় কাজ করার ক্ষেত্রে সময়, স্থান ও সহায়ক তথ্য অনুযায়ী দলীয় কাজের ছক প্রদান করুন;
- দলীয় আলোচনা শেষে প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে অপর দলকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিন;
- দলীয় কাজের সার সংক্ষেপ ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপিএর সীমাবদ্ধতা ও এর অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ সুনিষ্টি করুন।

ধাপ- ৩: শিখন যাচাই **০৫ মিনিট**

- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে অধিবেশনের শিখনসমূহ যাচাই করুন;
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন-৩

দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি - সিপিপি এর ভূমিকা

সহায়ক তথ্য - ৩
জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনায় সিপিপিএর ভূমিকা

সহায়ক তথ্য ৪.১ : দুর্যোগের তিন পর্যায়ে সিপিপি এর কার্যক্রমসমূহ

দুর্যোগ পূর্ব কার্যক্রমসমূহ	দুর্যোগ চলাকালীন কর্যক্রমসমূহ	দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ
• প্রশিক্ষণ প্রদান • ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ • সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম • মহড়া প্রদর্শন • সিপিপির সভা	**দুর্যোগ কালীন** • জরুরী সভা • সকর্ত বার্তা প্রচার • সতর্ক পতাকা উত্তেলন • আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	• জরুরী সভা • সকর্ত বার্তা প্রচার • সতর্ক পতাকা উত্তেলন • আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

সহায়ক তথ্য ৪.২ : জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর সীমাবদ্ধতা ও অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ

কার্যক্রমসমূহ	সীমাবদ্ধতা	অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ
দুর্যোগ পূর্ব • প্রশিক্ষণ প্রদান • ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ • সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম • মহড়া প্রদর্শন • সিপিপির সভা	• প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের অনিহা • নারীদের ঝুঁকি পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয় না • সচেতনতামূলক কার্যক্রম গুলো নারীর উপযোগী স্থানে করা হয়না • উদ্বুদ্ধকরণ কাজে নারীদের ঝুঁকি, নারীদের চাহিদা, প্রস্তুতির বিষয়গুলো পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়না • মহড়ায় নারীদের অংশগ্রহরণ খুব কম • সিপিপির সভায় নারীর জন্য বিশেষ উদ্যোগের বিষয় আলেচনা হয়না	• পুরুষরা মনে করে এটা তাদের জানলেই চলবে • কর্মীদের ধারণার অভাব • সচেতনতা, জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব এছাড়া প্রশিক্ষণে বিষয়গুলোতে জেন্ডার রেসন্সিভ কার্যক্রমের মত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়না • সচেতনতামূলক কাজগুলো নারীর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে করা হয়না • নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি • সদস্যদেও সচেতনতার অভাব

কার্যক্রমসমূহ	সীমাবদ্ধতা	অর্ন্তনিহিত কারণসমূহ
দুর্যোগ কালীন • জরুরী সভা • সকর্ত বার্তা প্রচার • সতর্ক পতাকা উত্তেলন • আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	• জরুরী প্রস্তুতি সভায় নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর চাহিদা বিশেষভাবে আলেচনা হয়না • সতর্ক বার্তা নারী বান্ধব নয়, সতর্ক বার্ত নারীদেওরকাছে পৌছে না • সতর্ক পতাকা নারীর কথা বিচেনা করে স্থান নির্ধারণ হয় • নারীদের মাধ্যমে সতর্ক বার্তা পওদানের ব্যবস্থা নেই • নারীরা আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে চায়না, আশ্রয় কেন্দ্রে নারীদেও চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা নেই • আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠাতে পুরুষদেও অনীহা	• পুরুষ সদস্যদের আগ্রহ কম, কর্মীদের ধারণার অভাব • জরুরী প্রস্তুতি সভায় নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর চাহিদা বিশেষভাবে আলেচনা হয়না • পরিকল্পনার অভাব, সোনাতন দৃষ্টিভঙ্গি • পূর্ব থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে না • আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় • পুরুষদের ধারণার অভাব, নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব

দুর্যোগ পরবর্তী • পরিচালনা • ত্রাণ কাজে সহায়তা • ক্ষতিগ্রস্থদের তথ্য প্রদান • পূনর্বাসন কাজে সহায়তা	• উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়না • তাড়াহুড়ো ও তথ্য প্রদানকারী নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী তথ্য প্রদান করে • তথ্য পরিবর্তন করা • তথ্য প্রদানে নারী, কিশোরী, শিশুদের চাহিদা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়না • পূনর্বাসন কাজে নারীর অংশগ্রহণও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়না • অবকাঠামো উন্নয়নে নারীর চাহিদা প্রধান্য পায় না	• উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়না • বাধ্যবাধকতা নেই • তথ্যসমূহ কখনো যাচাই করে দেখা হয়না • প্রভাবশালীরা তথ্য পরিবর্তন করে থাকে • নারীর চাহিদা পৃথকভাবে বিবেচনার করার মানসিকতা না থাকা • পৃথক ফরমেট না থাকা • পূনর্বাসন কাজে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা না বোঝা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা • নিজেদের পূনর্বাসন কাজে নারীর অংশগ্রহণও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়না

অধিবেশন-৪
জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগন- দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে এবং অনুশীলন করে দেখাতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি

ছোটদলে আলোচনা, ভূমিকা অভিনয় এবং উন্মুক্ত আলোচনা।

উপকরণ

বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, দলীয় কাজের ছক

সময় : ৩ ঘণ্টা

পাঠ বিন্যাস

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম নির্ধারণ,	৬০ মিনিট	ছোটদলে আলোচনা ও উপস্থাপন	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, দলীয় কাজের ছক ও মার্কার
২	কার্যক্রম প্রদর্শন ও অনুশীলন	১১০ মিনিট	অনুশীলন এবং উন্মুক্ত আলোচনা।	বিষয় সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার, দলীয় কাজের ছক
৩	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	২০ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠদান প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১: দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম নির্ধারণ **৬০ মিনিট**

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- পূর্ববর্তী অধিবেশনের নিরুপিত জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা সমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে একই দল ৩টিকে পুনরায় দলীয় আলোচনা/ কাজের জন্য আমন্ত্রণ জানান;
- দুর্যোগে পূর্বে, চলাকালে এবং পরবর্তী পর্যায়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সিপিপি- এর কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য দল তিনটিকে পৃথকভাবে দলীয় কাজ নির্ধিারন করে দিন;
- দলীয় কাজের জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিন;

- দলীয় কাজ বাস্তবায়নে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী দলীয় কাজের ছক সরবরাহ করুন;
- দলীয় আলোচনা শেষে, প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনার শেষে অন্য দলগুলোকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রানবন্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দুর্যোগে পূর্বে, চলাকালে এবং পরবর্তী পর্যায়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহনণকারীগণ কর্তৃক নিরুপিত সিপিপি কার্যক্রমগুলো সুনির্দিষ্ট করুন;
- প্রস্তাবনা সমূহ বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে আলোচনা করুন;
- কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নেঅংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করুন।

ধাপ- ১: দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম নির্ধারণ **১১০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, আমরা এতক্ষণ দলীয়ভাবে কিছু প্রস্তাবনা তৈরি করেছি যা জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সহায়ক এবং বিষয়গুলো কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি এপর্যায়ে আমরা দলীয়বাবে তা অনুশীলন করবো;
- এরপর দল ৩টির ১ম টিকে দুর্যোগ পূর্ব, ২য় দলকে দুর্যোগ চলাকালীন এবং ৩য় দলকে দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় অনুশীলনের জন্য বিষয় নির্ধারণ এবং প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় দিন;
- প্রস্তুতি শেষে পর্যায়ক্রমে দুর্যোগের আগে, চলাকালে, ও পরবর্তী পর্যায়ে প্রস্তাবিত সিপিপি কার্যক্রম সমূহ উপস্থাপন করে দেখানোর জন্য অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত শিখনগুলোকে পর্যালোচনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করুন;

ধাপ- ৩: শিখন যাচাই **১০ মিনিট**

- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে অধিবেশনের শিখনসমূহ যাচাই করুন;
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য- ৪
জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যস্থাপনায় বাস্তবায়নে পদক্ষেপ সমূহ

সহায়ক তথ্য ৫.১ : দুর্যোগের তিন পর্যায়ে সিপিপি এর প্রস্তাবিত কার্যক্রম সমূহ

দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তাবিত কার্যক্রম সমূহ	দুর্যোগ চলকালীন প্রস্তাবিত কার্যক্রম সমূহ	দুর্যোগ পূরবর্তী প্রস্তাবিত কার্যক্রম সমূহ
• চাহিদা নিরুপণ ও পরিকল্পনায় নারীর অংশগ্রহণ ও চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করা • প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণে উবুদ্ধ করা • নারীর ঝুঁকি বিশেষভাবে বিবেচনা করা • আশ্রয় কেন্দ্রে নারী বান্ধব পরিবেশশের ব্যবস্থা করা • নারীদের নিরাপত্তার জন্য পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা	• জরুরী সভায় নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করণে উদ্বুদ্ধকরা • নারীর ঝুঁকি বিবেচনা করে ঝুঁকিহ্রাসের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা • নারীদের মাধ্যমে নারী বান্ধব সতর্ক বার্ত প্রচার করা • নারীর দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে পতাকা উত্তোলন করা • নারীদের আশয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করা • আশ্রয়কেন্দ্রের সুব্যবস্থা সম্পর্কে নারীদের মাধ্যমে ধারণা প্রদান করা • আশ্রয় কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নারী বান্ধব করা	• উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা • ত্রাণ কাজে নারীর অশগ্রহণ নিশ্চিত করা • নারীর চাহিদা ত্রাণ কাজে অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করা • নারীর চাহিদা প্রধান্য দেয়া • নারীর কষ্ট লঘব হয় এমন পূনবার্সন কাজগুলো দ্রুত করতে সহায়তা করা • নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধিদের জন্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করতে সহায়তা করা

অধিবেশন- ৫

জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপির কার্যক্রম নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি

বক্তৃতা-আলোচনা ও উন্মুক্ত আলোচনা

উপকরণ

পূর্ববর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত লিখিত ব্রাউন পেপার ও কর্মপকিল্পনা ছক ।

সময় : ১ ঘণ্টা

পাঠ বিন্যাস

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	বাস্তবায়নের জন্য সিপিপির কার্যক্রম নির্ধারণ	২০ মিনিট	উন্মুক্ত আলোচনা	পূর্ববর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কার্যক্রম লিখিত ব্রাউন পেপার
২	কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন	৩৫ মিনিট	আলোচনা ও ছক পূরণ	কর্ম পকিল্পনা ছক ।
৩	শিখন সম্পর্কে ফিডব্যাক	০৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা-আলোচনা	বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

পাঠদান প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১: বাস্তবায়নের জন্য সিপিপির কার্যক্রম নির্ধারণ **২০ মিনিট**

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- পূর্ববর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কার্যক্রম লিখিত ব্রাউন পেপারগুলো প্রদর্শনের মাধ্যমে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপির প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের পুনরায় অবহিত করুন;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আগামী ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের পূর্বে বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমগুলো চিহ্নিত করুন;

ধাপ- ২: কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন **৩৫ মিনিট**

- সহায়ক তথ্যের অনুরুপ একটি কর্ম পরিকল্পনার ছক প্রদর্শন করুন;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।
- অধিবেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ফিডব্যাক বা প্রতিবার্তা গ্রহণ করে অধিবেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

ধাপ- ৩: শিখন যাচাই **০৫ মিনিট**

- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে অধিবেশনের শিখনসমূহ যাচাই করুন;
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য- ৫

জেন্ডার রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

সহায়ক তথ্য ৫.১ : কর্ম পকিল্পনা প্রনয়ন ছক

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা

কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যক্রমসমূহ (অগ্রধিকারের ভিত্তিতে)	মেয়াদকাল	দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধিবেশন ৬
প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন এবং কোর্সের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটবে।

পদ্ধতি

বক্তৃতা-আলোচনা, উত্তরপত্র লিখন ও ছক পূরণ

উপকরণ

প্রশিক্ষণ পরবর্তী ধারণা যাচাই পত্র ও মূল্যায়ণ ছক

সময় : ৪৫ মিনিট

পাঠ বিন্যাস

ধাপ	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	কোর্স মূল্যায়ন	৩০ মিনিট	মূল্যায়ন ছক পূরণ	মূল্যায়ন ছক
২	প্রশিক্ষণ সমাপনী	১৫ মিনিট	বক্তৃতা-আলোচনা	-

পাঠদান প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: কোর্স মূল্যায়ণ **৩০ মিনিট**

- সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অধিবেশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন;
- প্রশিক্ষণ উত্তর ধারণা যাচাই প্রশ্নপত্র প্রদান করে তা লেখার জন্য সময় নির্দারণ করে দিন;
- এরপর মূল্যায়ণের জন্য অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানান এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ ছকটি কিভাবে পূরণ করতে হবে তা বুঝিয়ে বলুন;
- মূল্যায়ণ ছকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে কোন একটি স্থানে স্থাপন করুন (আড়াল করে) এবং একে একে সবাইকে মূল্যায়ণ ছকটি পূরণের জন্য আমন্ত্রণ জানান;

ধাপ- ২: কোর্স সমাপনী **১৫ মিনিট**

- মূল্যায়ণ ছক পূরণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের ২/১ জনকে প্রশিক্ষণের অনুভূতি বলার জন্য অনুরোধ করুন;
- অতিথিদের বক্তব্যের মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করুন|

প্রশিক্ষণ উত্তর ধারণা যাচাই পত্র

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণকারী : ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচির স্বেচ্ছাসেবকদের

পূর্ণমান - ১০০

ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন	সঠিক	সঠিক নয়	জানিনা
১	জেন্ডার হলো নারী ও পুরুষের সমতা			
২	সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তনযোগ্য নয়			
৩	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা			
৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা নিজ গৃহের মধ্যেই সিমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন			
৫	প্রচার ও উদ্ধার অভিযানে নারীদের চাইতে পুরুষ সদস্যদের ভূমিকা বেশী কার্যকর			
৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী নিজেই অন্তরায়			
৭	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বাস্তবভিত্তিক নয়			
৮	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সিপিপি দায়িত্ব হলো নারীদের সুরক্ষার জন্য পরামর্শ দেয়া			
৯	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণের চাইতে তাদের সুরক্ষা করা বেশী জরুরি			
১০	দুর্যোগে বর্তমান প্রদেয় ত্রাণ সামগ্রীর বাহিরে নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়			

সহায়কের জন্য নির্দেশনা

- উপরোক্ত প্রশ্নপত্রের অনুরূপ একটি প্রশ্নপত্র পূর্বেই পোস্টার পেপারে তৈরি করে রাখুন। অধিবেশনে এই পর্বটি পরিচালনার সময় হলে পোস্টারটি বোর্ডে টানিয়ে দিন। একটি একটি করে প্রশ্ন উপস্থাপন করুন। বিষয়টি যারা সঠিক মনে করেন তাদের সংখ্যা হিসেব করে 'সঠিক লেখা' কলামে বসিয়ে দিন, আর যারা সঠিক মনে করেন না তাদের সংখ্যা এবং যারা জানেনা তাদের সংখ্যাটিও হিসেব করে নির্ধারিত কলামে বসান। একই প্রক্রিয়ায় সবগুলো বিষয়েই অংশগহণকারীদের মতামতভিত্তিক সংখ্যা লিখুন।

সহায়ক তথ্য-৬
প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম

সহায়ক তথ্য ৬.১ : প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম ছক

প্রশিক্ষণ কোর্সটি কেমন লাগলো ?
আপনার মতামত টিক (✓) চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করুন

চমৎকার	ভালো	মোটামুটি

মূল্যায়ণ ছকটি সঠিকভাবে পূরণ করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের নিচের তথ্য অনুযায়ী পরামর্শ দিন।

- মূল্যায়ণ ছকটি একটি বড় পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারে অংকন করে প্রশিক্ষণ কক্ষে লাগিয়ে দিন।
- সাংকেতিক অর্থ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করুন, যেমন- চমৎকার, ভালো, মোটামুটি।
- মূল্যায়ণের বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীদের কাছে ভালমত ব্যাখ্যা করুন।
- মতামত দেয়ার ক্ষেত্রে অন্য কারো পরামর্শ না নিয়ে নিজের ভালো লাগা বা মন্দ লাগা উপলব্ধি করে মাতমত প্রদান করতে বলুন।
- মতামত প্রদানে অন্যকে প্রভাবিত করা থেকে বিরত থাকুন।